তারিখ · 11 · JAN · 2016 ·····
পৃষ্ঠা ··· ২ ··· কলাম ··· ৬ ·····

অদ্ভুত শিক্ষা আইনের খসড়া চার দিনেই প্রত্যাহার

শরীফুল আলম সুমন
নিজস্ব প্রতিবেদক

অবিরাম প্রশ্ন ফাঁস রোধে শাস্তি হ্রাস!

প্রতিবেদনটি ছাপা হয়
২৩ অক্টোবর ২০১৫

প্রশ্ন ফাঁসের সাজা কমানোয় কালের কণ্ঠ'র প্রতিবেদনটি ধরে মন্ত্রণালয়ের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এরপর গত ২৭ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওই খসড়া প্রত্যাহার করে নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। খসড়াটি প্রত্যাহারের পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেছিলেন, 'খসড়াটি মোটামুটি চূড়ান্ত করেই ওয়েবসাইটে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি'

শিক্ষা আইন না থাকায় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর অনেক বিষয়ই বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। কিন্তু একটি আইন তৈরির লক্ষ্যে চার বছর ধরে কাজ করেও এর কোনো কূলকিনারা করতে পারছিল না মন্ত্রণালয়। অথচ হঠাৎ করেই গত ২১ অক্টোবর বুধবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ আইনের খসড়া প্রকাশ করা হয়। ২৫ পৃষ্ঠার খসড়ার একেবারে শেষদিকে ৬৭ নম্বর ধারায় মাত্র তিনটি লাইনে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে লেখা হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসকারীদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে মাত্র চার বছর। কিন্তু রাত ৮টার দিকে এ খসড়া মন্ত্রণালয় প্রকাশ করায় ২২ অক্টোবর আর এটা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হলো না। তবে চিন্তা করতে থাকলাম, এটা নিয়ে বড় কাজ করা যায় কি না। কারণ বর্তমান আইনে প্রশ্ন ফাঁসকারীর ১০ বছরের শাস্তির বিধান রয়েছে। এর পরও গত ৩৫ বছরে একজনেরও শাস্তি হয়নি। অথচ গত চার বছরে ৬৩টি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ রয়েছে। তাই শাস্তি যদি কমে যায় তাহলে তো প্রশ্ন ফাঁসকারীরা আরো উৎসাহিত হবে।

পরদিন বৃহস্পতিবার আমার সাপ্তাহিক ছুটি। কিন্তু এ বিষয়ে দ্রুত একটি নিউজ না করলে পরে এর গ্রহণযোগ্যতা তেমন একটা থাকবে না। তাই ওই দিনই বিষয়টি নিয়ে অফিসের উর্ধ্বতনদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এরপর কালের কণ্ঠ'র প্রতিদিনের দুপুরের মিটিং শেষে দুপুর দেড়টার দিকেই অফিসের ফোন পেলাম। আমাকে এ ব্যাপারে একটি নিউজ করতে বলা হলো। আড়াইটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে প্রতিবেদনটি লিখতে বসলাম।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যেসব কর্মকর্তা এই শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের একজনের সঙ্গে কথা বললাম। এরপর শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁদের দেওয়া প্রস্তাব এ খসড়ায় রাখা হয়নি বলে তাঁরা জানালেন। তাঁরা এর চেয়ে অনেক বেশি শাস্তি আর ১০ লাখ টাকা জরিমানার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরপর আমি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বললাম।

তাঁরাও একে গুরু পাপে লঘু শাস্তি বলে উল্লেখ করলেন। আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম এই লঘু শাস্তির ফলে কিভাবে ফাঁসকারী চক্র পার পেয়ে যাবে। এভাবে সবার সঙ্গে কথা বলছি আর লিখছি। নিউজটি লিখতে লিখতে রাত প্রায় পৌনে ৮টা বেজে গেল।

প্রতিবেদনটি গত ২৩ অক্টোবর শুক্রবার কালের কণ্ঠ'র লিড নিউজ হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম হয়েছিল 'অবিরাম প্রশ্ন ফাঁস রোধে শাস্তি হ্রাস!' প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০ এবং সংশোধনী ১৯৯২ অনুযায়ী, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার শাস্তি ন্যূনতম তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড। অথচ গত ১৯ অক্টোবর স্বাক্ষরিত ও ২১ অক্টোবর প্রকাশিত শিক্ষা আইনের খসড়ায় সেই শাস্তি কমিয়ে সর্বোচ্চ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষাবিদরা বলেছিলেন, প্রশ্ন ফাঁস করে চক্রগুলো যে টাকা আয় করে তাতে চার বছরের জেল ও এক লাখ টাকা জরিমানা কোনো ব্যাপারই নয়। এই শাস্তি বিদ্যমান থাকলে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা আগের চেয়ে আরো বাড়বে।

প্রতিবেদনটি ব্যাপক আলোচিত হয় আর সমালোচনার মুখে পড়ে মন্ত্রণালয়। কিন্তু শুক্র ও শনিবার সরকারি বন্ধ থাকায় ব্যাপারটি নিয়ে অফিশিয়ালি কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ২৫ অক্টোবর রবিবার সচিবালয় খুললেই শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শিক্ষা আইনের খসড়ায় মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজধানীর পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সংগঠন, এনজিওসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানেও প্রশ্ন ফাঁসের সাজা কমানোয় কালের কণ্ঠ'র প্রতিবেদনটি ধরে মন্ত্রণালয়ের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এরপর গত ২৭ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওই খসড়া প্রত্যাহার করে নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

খসড়াটি প্রত্যাহারের পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেছিলেন, 'খসড়াটি মোটামুটি চূড়ান্ত করেই ওয়েবসাইটে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি। আর প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তিসহ বিভিন্ন বিষয় আমার নজরে এসেছে। তাই খসড়াটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এটি আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে পরবর্তীতে আবারও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।'

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। ছবি : শেখ হাসান

কালের কণ্ঠ